রমযানের বাহার

10-May-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

For Islamic Broters

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ" অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো, আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।

(মুজামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭২৯। যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম, ৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার কোটি কোটি দয়া যে, **তিনি** আমাদেরকে রমযানের বরকতময় মাস দান করেছেন, আজ শা'বান মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, **আল্লাহ তায়ালা** চাইলে খুব শীঘ্রই আমরা রমযানের বরকতময় বাহার কুড়াবো, আসুন! রমযানের মহান ফযীলত সমূহ শ্রবন করি।

রমযান মাসের প্রথম রাত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব "**ফয়যানে রমযান (সংশোধিত)**" এর ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন; হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "যখন রমযান শরীফের প্রথম তারিখ আসে, তখন মহান আরশের নিচে থেকে মাসীরাহ নামক বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছপালার পাতাসমূহকে নাড়া দেয়, ওই বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে এমন চমৎকার আওয়াজ ধ্বনিত হয় যে, যার চেয়ে উত্তম আওয়াজ আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। এই আওয়াজ শুনে বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা বেরিয়ে আসে, এমনকি জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে: "কেউ কি আছো, যারা **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে আমাদেরকে চেয়ে নেবে যে, আমাদের বিবাহ তার সাথে হোক?" অতঃপর সেই হুরেরা জান্নাতের দারোগা (হযরত) রিদুওয়ান

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করে: "আজ এ কেমন রাত?" (হযরত) রিদুওয়ান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তদুত্তরে لَبَّيْك বলেন, অতঃপর বলেন: "এটি মাহে রমযানের প্রথম রাত, জান্নাতের দরজাগুলো **উম্মতে মুহাম্মদী** (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর রোযাদারদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।" **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দয়াময় **আল্লাহ তায়ালা** রোযাদারদের প্রতি কিরূপ দয়ালু যে, রমযান মাসে তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন এবং রমযানুল মোবারক মাসের কথা কি আর বলবো, একে স্বাগত জানানোর জন্য সারা বছর জান্নাতকে সাজানো হয়। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয় এবং আরো ইরশাদ করেন: রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর নিচে থেকে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তারা আরয করে: "হে **পরওয়ারদিগার**! তোমার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী করিও, যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়ায় আর তারাও যখন আমাদেরকে দেখে তখন তাদের চোখও যেনো জুড়ায়।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬৩৩)**

মারহাবা! খুব শীঘ্রই রমযানুল মোবারকের সুন্দর মাস তার আঁচলে রহমত এবং মাগফিরাতের ভান্ডার নিয়ে আমাদের মাঝে তাশরীফ নিয়ে আসবে। রমযানুল মোবারক মাসের মহত্ব এবং ফযীলতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, যখনই এই পবিত্র ও মোবারক মাস তার রহমত সহকারে তাশরীফ নিয়ে আসতো তখন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর আগমনে মোবারকবাদ প্রদান করতেন এবং সুসংবাদ শুনাতেন।

রমযানের মোবারকবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সুসংবাদ শুনিয়ে ইরশাদ করতেন: তোমাদের নিকট রমযান মাস এসেছে, যা খুবই বরকতময়, **আল্লাহ তায়ালা**

তোমাদের প্রতি এর রোযাকে ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে বন্দি করে দেয়া হয়। এতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজারো মাসের চেয়ে উত্তম, যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে, সে একেবারেই বঞ্চিত রইলো।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনদে আবী হুরায়রা, ৩/৩৩১, হাদীস নং- ৯০০১)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: যেহেতু রমযান মাসে অনুভব করা যায় এমন বরকতও রয়েছে এবং অদৃশ্য বরকতও রয়েছে, তাই এই মাসের নাম মাহে মোবারকও, রমযানে কুদরতিভাবে মুমিনের রিযিকে বরকত হয়ে থাকে এবং প্রতিটি নেকীর সাওয়াব সত্তর (৭০) গুণ বা এরচেয়েও বেশি বৃদ্ধি করা হয়। এই হাদীসে পাক দ্বারা জানা গেলো যে, রমযান মাসের আগমনে আনন্দিত হওয়া, পরস্পরকে মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত এবং যার আগমনে আনন্দিত হওয়া উচিৎ, এর বিদায়ে দুঃখিতও হওয়া উচিৎ। তাই অসংখ্য মুসলমান জুমাতুল বিদাতে বিষন্ন ও রমযানের বিরহে কান্না করে এবং খতীবগণ এই দিনে কিছু আল বিদা সমৃদ্ধ বাক্য বলে থাকে, যেনো মুসলমানরা অবশিষ্ট সময়কে অমূল্য সম্পদ মনে করে নেকীর কাজে আরো বেশি সচেষ্ট হয়, এসব কিছুর সারমর্ম হলো এই হাদীসে পাক। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশেও রহমত এবং মাগফিরাত ভরা এই মাসের আগমনে সুন্দর খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং একে সুন্দরভাবে স্বাগত জানানো হয়, যখনই এই মাস বিদায় নেয় তখন অশ্রুসজল নয়নে একে **"আল বিদা"** করা হয়।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রমযানুল মোবারক মাসের আগমনে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেন, **আল্লাহ তায়ালা**র এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এই ক্ষমা ও মাগফিরাতের মাসের মহত্ব ও গুরুত্বকে জাগ্রত করার জন্য এই সুন্দর কালামটি লিখেন:

মারহাবা সদ মারহাবা!

মারহাবা সদ মারহাবা! ফির আ'মদে রমযান হে
ইয়া খোদা হাম আছিয়োঁ পর ইয়ে বড়া এহসান হে
তুঝ পে সদকে জাওঁ রমযাঁ! তু আজিমুশ্মান হে
আবরে রহমত ছা গেয়া হে অউর সামাঁ হে নুর নুর
হার গড়ি রহমত ভরি হে হার তরফ হে বরকতেঁ
আ'গেয়া রমযাঁ ইবাদত পর কমড় আব বাঁধ লো
আ'সিয়োঁ কি মাগফিরাত কা লে কর আ'য়া পায়াম
ভাইয়ু বেহনো! করো সব নেকীয়োঁ পর নেকীয়াঁ
ভাইয়ু বেহনো! গুনাহোঁ সে সভী তাওবা করো
কম হুয়া জোড়ে গুনাহ অউর মসজিদেঁ আ'বাদ হে
রোযা দারো! ঝুম জাও কিউঁকে দীদারে খোদা
দো জাহাঁ কি নেয়ামতেঁ মিলতি হে রোযা দার কো
ইয়া ইলাহী! তু মদীনে মে কভী রমযাঁ দেখা
খিল উঠে মুরঝায়ে দিল তাজা হুয়া ঈমান হে
জিন্দেগী মে ফির আতা হাম কো কিয়া রমযান হে
তুঝ মে নাযিল হক তায়ালা নে কিয়া কোরআন হে
ফযলে রব সে মাগফিরাত কা হো গেয়া সা'মান হে
মাহে রমযাঁ রহমতোঁ অউর বরকতোঁ কি কান হে
ফয়য লে লো জলদ ইয়ে দিন তিস কা মেহমান হে
ঝুম জাও মুজরিমোঁ! রমযাঁ মাহে গুফরাঁ হে
পড় গেয়ী দোযখ পে তালে কে'দ মে শয়তান হে
খুলদ কে দর খুল গেয়ে হে দাখিলা আ'সান হে
মাহে রমযানুল মোবারক কা ইয়ে সব ফয়যান হে
খুলদ মে হোগা তুমহেঁ ইয়ে ওয়াদায়ে রহমান হে
জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া নাদান হে
মুদ্দতোঁ সে দিল মে ইয়ে আত্তার কে আরমান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রতি রাতে ষাট (৬০) হাজারের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করে, "হে কল্যাণকামী! **আল্লাহ তায়ালার** আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হও এবং আনন্দিত হয়ে যাও! ওহে অসৎকর্মপরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। কেউ মাগফিরাত চাওয়ার আছো কি? তার দরখাস্ত পূরণ করা হবে। কেউ তাওবাকারী আছো কি? তার তাওবা কবুল করা হবে। কেউ প্রার্থনাকারী আছো কি? তার দোয়া কবুল করা হবে। দোয়া চাওয়ার কেউ আছো কি? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। **আল্লাহ তায়ালা** রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন আর ঈদের দিন সম্পূর্ণ মাসের সমসংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করা হয়।" (দুররে মনসুর, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানের মুহূর্তগুলো কতইনা বরকতময় যে, প্রতিটি মুহূর্তে বান্দার প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** রহমত ও ক্ষমা বন্টন করে যায়। এটি ঐ পবিত্র মাস, যার দিন রোযায় এবং রাত পবিত্র কালামের তিলাওয়াতে অতিবাহিত হয় এবং উভয়টিই অর্থাৎ রোযা এবং কোরআন হাশরের দিন মুসলমানদের জন্য শাফায়াতের মাধ্যমও প্রদান করবে।

রোযা ও কোরআন শাফায়াত করবে

মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রোযা ও কোরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোযা আরয করবে: **হে রব্বে করীম!** আমি আহার ও প্রবৃত্তিগুলো থেকে দিনে তাকে বিরত রেখেছি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো! কোরআন বলবে: আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুমাতে দেইনি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো। সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৩৭)**

ক্ষমা করার বাহানা

আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: "যদি **আল্লাহ তায়ালা** উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে **'রমযান'** ও **'সূরা ইখলাস শরীফ'** কখনো দান করতেন না।" **(ফয়যানে সুন্নাত, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো "ঘর দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজ পরিবারবর্গকে রমযানুল মোবারকের রোযা রাখার পাশাপাশি অন্যান্য ফরযসমূহের অনুস্মরন করার মানসিকতা দিতে, পরিবারের সদস্যদের সুন্নাতের অনুসারী বানাতে, ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর একটি উত্তম উপায় হলো **"ঘর দরস"**। রমযানুল মোবারকের বরকত পেতে, নিজের অন্তরে ফরয রোযার গুরুত্ব জাগ্রত করতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **"ঘর দরস"** এ পরিবারের ঈমানের নিরাপত্তা এবং আমলের সংশোধনের উপায় বিদ্যমান। ঘর দরসের বরকতে ঐক্য সৃষ্টি হয়, এর বরকতে ঝগড়া বিবাদ ও অনৈক্য থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ঘর দরসের বরকতে

ধীরে ধীরে দ্বীনি জ্ঞানে প্রসারতা লাভ হতে থাকে। সুতরাং নিজের ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিন বা শুনার ব্যবস্থা করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকলিত রিসালা থেকেও দরস দেয়া যেতে পারে। **আল্লাহ তায়ালা "ঘর দরস"** এর পাশাপাশি অন্যান্য মাদানী কাজেও স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ঘর দরসের একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

আকৌলাহ, মহারাষ্ট্র, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের পুরো পরিবার বদ-মাযহাব লোকের সাথে সম্পর্কের বদ আমলের পাশাপাশি বদ-আকীদার প্রতিও ধাবিত হচ্ছিল, একদিন তারা সবাই মিলে টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিল, তখন তাদের ১৭ বছরের ছোট ভাই যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসা-যাওয়া করতে লাগলো, সে টিভির দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো দিকে হেঁটে রুমে প্রবেশ করলো আর নিজের কোন জিনিস আলমারী থেকে বের করে ঐ ভঙ্গিতে ফিরে গেল। তার এ ধরণের অভিনব অবস্থা দেখে তার বড় ভাই রাগে চিৎকার করে বললো, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! যে কারণে আজ তুমি এ ধরণের অভিনব শিশুসূলভ আচরণ করছো!" সে কোন প্রতিউত্তর না দিয়েই অন্য রুমে চলে গেল। তাদের মা বিষয়টা পরিস্কার করলেন যে, "সে আমাকে বলেছে যে, আমি কসম খেয়েছি, ভবিষ্যতে টিভির দিকে দেখবইনা!" সেই ইসলামী ভাই রাগে ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলো। ছোট ভাই ঘরে সবাইকে একত্রিত করে রোজ **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস দিতে লাগলো, কিন্তু বড় ভাই এই দরসে বসতো না। একদিন সেও কাছাকাছি হয়ে বসে গেলো যে, শুনেতো দেখি দরসে কি বলে! শুনে খুব ভাল লাগল, সুতরাং সে প্রতিদিন ঘরের দরসে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হতে লাগল। অবশেষে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যেতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দরসের বরকতে বদমাযহাবের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হলো এবং চেহারায় দাঁড়ি সাজিয়ে নিলো। এছাড়া বদ-আকীদা সম্পন্ন বক্তার পথভ্রষ্টকারী ক্যাসেট, যেগুলো আগ্রহ ভরে শুনতো, কিন্তু এখন এসবের জায়গায় মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনতে লাগলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশেষকরে রমযান মাসে আমাদের **আল্লাহ তায়ালার** অধিকহারে ইবাদত করা উচিৎ এবং ঐসকল প্রতিটি কাজ করা উচিৎ, যাতে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি রয়েছে। যদি এই পবিত্র মাসেও কেউ তার ক্ষমা করাতে না পারে, তবে কখন করাবে? আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মোবারক মাসের আগমনের সাথে সাথেই **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতে অনেক বেশি মগ্ন হয়ে যেতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: "যখন রমযান মাস আসতো, তখন **শাহানশাহে নবূয়ত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে যেতেন আর গোটা মাসেই নিজের বিছানা মোবারকে তাশরীফ আনতেন না।"

(দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, পুরো রমযান মাস আপন **রব তায়ালাকে** সন্তুষ্ট করা এবং **তাঁর** ইবাদতে অতিবাহিত করা। নিঃসন্দেহে যার **রব তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে যাবে, তার দুনিয়া ও আখিরাতে তরী পার হয়ে যাবে আর রমযান মাস **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জন করার উত্তম উপায়। এটি খুবই শান ও মহত্বপূর্ণ মাস, এর অসংখ্য বিশেষত্ব রয়েছে, যার মধ্যে একটি বিশেষত্ব এটাও যে, **আল্লাহ তায়ালা** এই মোবারক মাসে কোরআনে করীম অবতীর্ণ করেছেন, সুতরাং ২য় পারা সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে খোদায়ে রহমান কোরআন অবতীর্ণ এবং রমযান মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রমযান মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততোসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ তোমাদের উপর সহজই

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫)

চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না; আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পবিত্র আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** রমযান মাসে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। মনে রাখবেন! **আল্লাহ**র একত্বাবাদ ও **তাঁর রাসূলে**র রিসালতকে স্বীকার করা এবং দ্বীনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করার পর যেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (নর নারী) সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্কের উপর ফরয। দুররে মুখতারে বর্ণিত রয়েছে: রোযা দশ শা'বানুল মুয়াযযম ২য় হিজরিতে ফরয হয়েছে। **(দুররে মুখতার সম্বলিত রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা)**

রোযা ফরয হওয়ার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে বেশিরভাগ কাজ কোন না কোন মনমুগ্ধকর ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, যেমন; সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার হাজীদের 'সাঈ' হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর স্মৃতি বহন করে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তাঁর কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্য পানির সন্ধান করতে গিয়ে এ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন ও দৌঁড়েছেন। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর এ কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে। তাই এই 'সুন্নাতে হাজেরা' رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে **আল্লাহ তায়ালা** স্থায়ীত্ব দানের জন্য হাজীগণ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য 'সাফা' ও 'মারওয়া'র সাঈকে (প্রদক্ষিণ করাকে) ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রমযানের দিনগুলোতে কিছুদিন **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন। তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতেন আর রাতে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। তাই **আল্লাহ তায়ালা** সেই দিনগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রোযা ফরয করেছেন; যাতে **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও স্থায়ী হয়ে যায়। **(ফয়যানে সুন্নাত, ৬৮১ পৃষ্ঠা)**

রোযাদারের ঈমান কতোইনা পাকাপোক্ত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচন্ড গরম, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে, ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও রোযাদার সেদিকে তাকাচ্ছেও না। খাদ্য বিদ্যমান; ক্ষুধার প্রচন্ডতার অবস্থা খুবই শোচনীয়! কিন্তু খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না, আপনি অনুমান করুন। ঐ ব্যক্তির ঈমান পরম করুনাময় **আল্লাহ তায়ালা**র উপর কতইনা পাকাপোক্ত। কেননা সে জানে, তার কার্যকলাপ সমগ্র দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকতে পারে, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট গোপন থাকতে পারে না। **আল্লাহ তায়ালা**র উপর তার পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে রোযা পালনের কারণ। কেননা অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হচ্ছে হৃদয়ের সাথে। তার অবস্থা মূলতঃ **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। যদি সে গোপনে পানাহার করে নেয়, তবুও লোকজন একথাই মনে করবে যে, সে রোযাদার। কিন্তু সে একমাত্র **'আল্লাহ তায়ালা**র ভয়'-এর কারণে পানাহার থেকে নিজেকে বিরত থাকছে। (ফয়যানে সুন্নাত, ৬৮২ পৃষ্ঠা) এই কারণেই রোযাদারকে অসংখ্য নেয়ামত এবং প্রতিদান ও সাওয়াব দ্বারা ধন্য করা হয়। আসুন! রোযার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবন করি এবং আন্দোলিত হই:

পূর্ববর্তী গুনাহের কাফ্ফারা

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, সেটার সীমারেখা চিনেছে এবং যা থেকে বিরত থাকা চাই, তা থেকে বিরত থেকেছে, তবে সে (যেসব গুনাহ) ইতোপূর্বে করেছে, সেগুলোর কাফফারা হয়ে গেল।

(সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪২৪)

রোযার প্রতিদান

২. ইরশাদ হচ্ছে: মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময় দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত দান করা হয়। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ অর্থাৎ রোযা ব্যতিত, রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিবো। বান্দা তার ইচ্ছা ও আহার শুধু আমারই কারণে ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দুটি খুশি

রয়েছে। একটা ইফতারের সময়, অন্যটা **আল্লাহ তায়ালার** সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ **আল্লাহ তায়ালার** নিকট মুশক (বিশেষ ধরনের সুগন্ধি) অপেক্ষাও বেশি উত্তম। (সহীহ মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫১)

৩. ইরশাদ করেছেন: "রোযা হচ্ছে ঢাল আর যখন কেউ রোযাবস্থায় হয় তখন সে না অনর্থক কথা বলে, না চিৎকার করে। অতঃপর যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাকে গালি গালাজ করে কিংবা ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেনো এ কথা বলে দেয়, আমি রোযাদার। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯৪)

রোযার বিশেষ পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বরকতময় হাদীস শরীফ গুলোতে রোযার কয়েকটি বিশেষত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। কতোইনা সুন্দর সুসংবাদ ঐ রোযাদারের জন্য, যে তেমনভাবে রোযা রেখেছে, যেমন রোযা রাখা উচিৎ। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহের কাজ থেকে বিরত রেখেছে। এমন রোযা, **আল্লাহ তায়ালার** অনুগ্রহ ও দয়ায় রোযাদারদের জন্য সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাছাড়া হাদীসে মোবারকের এ বাণীতো বিশেষভাবে মনযোগ আকর্ষন করার মতোই, যেমনটি **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মহান প্রতিপালকের সুগন্ধময় বাণী শুনাচ্ছেন: فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ অর্থাৎ 'রোযা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিবো।' হাদীসে কুদসীর এ ইরশাদে পাককে কোন কোন সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى "وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ" ও পড়েছেন। যেমন তাফসীরে নঈমী ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এর অর্থ দাঁড়ায় "রোযার প্রতিদান আমি নিজেই হব।" سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রোযা রেখে রোযাদার খোদ **আল্লাহ তায়ালাকে** পেয়ে যায়। (ফয়যানে সুন্নাত, ৬৮৮ পৃষ্ঠা)

ঘুমানোও ইবাদত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আওফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা হল তাসবীহ পাঠ করা, তার দোয়া কবুল এবং তার আমল মকবুল।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৫, হাদীস নং-৩৯৩৮) سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রোযাদার কি পরিমাণ

সৌভাগ্যবান যে, তার ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা মানে তাসবীহ পাঠ করা, দোয়া ও নেক আমলসমূহ **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে মকবুল।

তেরে করম সে এ্যয় করীম! কোন সি শেয় মিলি নেহী
ঝুলি হামারি তঙ্গ হ্যায়, তেরে ইহা কমী নেহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পড়ে

উম্মূল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দা রোযা পালনরত অবস্থায় ভোরে জাগ্রত হয়, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পাঠ করে এবং প্রথম আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, যদি সে এক অথবা দুই রাকাত নামায পড়ে তবে আসমানে তার জন্য আলো উদ্ভাসিত হয়ে যায় আর হুরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রীরা বলে, "হে **আল্লাহ**! তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও! আমরা তার সাক্ষাতের জন্য খুবই আগ্রহী।" আর যদি সে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ কিংবা سُبْحٰنَ الله অথবা اَللهُ اَكْبَر পাঠ করে, তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার সাওয়াব সূর্যাস্ত পর্যন্ত লিখতে থাকে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৯১)**

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রোযাদারের জন্য তো মহা সৌভাগ্য! তার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ **আল্লাহ তায়ালা**র তাসবীহ পাঠ করে, প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফিরিশতারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, নামায পড়লে তার জন্য আসমানে আলো উদ্ভাসিত হয়। হুরেরা যারা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তারা জান্নাতে তার আগমনের অপেক্ষা করে। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ কিংবা سُبْحٰنَ الله অথবা اَللهُ اَكْبَر বললে সত্তর হাজার ফিরিশতা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার সাওয়াব লিখতে থাকেন। **(ফয়যানে সুন্নাত, ৬৯৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় তো রোযাদারদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত অঝোর ধারা বর্ষিত হয়ই, আখিরাতেও তাদের মহান মর্যাদা অর্জিত হবে।

স্বর্ণের দস্তরখানা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের একটা দস্তরখানা রাখা হবে, অথচ লোকজন (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে।"

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৬৪)

জান্নাতী ফল

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم হতে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে, যার প্রতি মনের আগ্রহ ছিলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতী ফলমূল আহার করাবেন আর জান্নাতী পানীয় পান করাবেন।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯১৭)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মসজিদের ইমাম মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের গুরুত্ব ও মর্যাদা জানতে, এই মোবারক মাসে অধিকহারে নেকী করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতিনের খেদমত করতে, নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে প্রায় ১০৪টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মসজিদের ইমাম মজলিশ"**, যা মসজিদ সমূহকে আবাদ করার জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগ করার কাজ করে থাকে এবং তাদের বেতন ভাতা হিসেবে উপযুক্ত সম্মানিও নির্ধারন করে থাকে, যেনো এই ইসলামী ভাইয়েরা আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধিকহারে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে পারে। মসজিদকে আবাদ করতে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইমাম সাহেবগণ সদায়ে মদীনা, ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি উৎসাহ, ফয়যানে সুন্নাতের দরস, ফজরের নামাযের পর হালকায় অংশগ্রহন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার বরকত দ্বারা মসজিদ সমূহ

আবাদ রাখে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদের প্রতি ভালবাসা রাখে, **আল্লাহ তায়ালা** তার সাথে ভালবাসা পোষন করে। (মু'জামুল আওসাত, ৪/৪০০, হাদীস নং- ৬৩৭৩) হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মসজিদের প্রতি ভালবাসা, **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এতে ইতিকাফ, নামায, **আল্লাহ তায়ালার** যিকির এবং শরীয়তের মাসআলা শিখা এবং শিখানোর জন্য বসার অভ্যাস গড়ে তবে **আল্লাহ তায়ালা** সেই বান্দার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এরূপ যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আপন রহমতের ছায়ায় জায়গা দেন এবং তাকে আপন নিরাপত্তায় নিয়ে নেন। (ফয়যুল কদীর, ৬/১১২) **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করা, **"ফিকরে মদীনা"** এর মাধ্যমে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করা এবং ইশকে রাসূলের মাধ্যমে অন্তরের বিরান ভূমিকে সতেজ করার তৌফিক দান করুক।

হো জায়ে মওলা মসজিদেঁ আ'বাদ সব কি সব, সব কো নামযি দেয় বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা!
আহকামে শরয়ী কা মুঝে দেয় দেয় আমল কা শওক, পেকর খুলুচ কা বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আমলের প্রতিদান পাওয়ার সময় আসবে তখন তো রোযাদারদেরকে বিনা হিসেবে প্রতিদান দেয়া হবে।

অসংখ্য প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী এ বলে আহবান করবে, "প্রতিটি আমলকারীকে তার আমলের সমান সাওয়াব দেয়া হবে, কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীগণ ও রোযাদারগণ ব্যতীত। তাদেরকে অফুরন্ত ও হিসাব ছাড়া সাওয়াব দান করা হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় যেমন চাষ করবেন, তেমনি ফসল পাবেন। সম্মানিত আলিমগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং রোযাদারগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, কেননা কিয়ামতের দিন তাদেরকে অসংখ্য প্রতিদান দান করা হবে।

মনে রাখবেন! যখন জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যাবেন তখনও বিশেষ মর্যাদা দ্বারা ধন্য করা হবে। যেমন;

জান্নাতী দরজা

হযরত সায়্যিদুনা সাহল ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জান্নাতে একটা দরজা আছে, যাকে **'রাইয়ান'** বলা হয়। তা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদাররাই প্রবেশ করবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে: 'রোযাদারগণ কোথায়?' অতঃপর সেসব লোক দাঁড়াবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না, যখন রোযাদাররা প্রবেশ করে নিবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে, অতঃপর ঐ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৯৬)

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ রোযাদাররা খুবই সৌভাগ্যবান, কেননা কিয়ামতের দিনে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে। অন্যান্য সৌভাগ্যবানগণও দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু রোযাদারগণ বিশেষভাবে **'বাবুর রাইয়ান'** দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে রোযা রাখা অনেক ফযীলত এবং সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনিভাবে রোযা না রাখাও লাঞ্ছনা এবং দূর্ভাগ্যের কারণ। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَدْرَکَ رَمَضَانَ وَلَمْ یَصُمْہُ فَقَدْ شَقِیَ অর্থাৎ যে রমযান মাস পেলো এবং এর রোযা রাখলো না, সেই ব্যক্তি দূর্ভাগা। **(মু'জামুল আওসাত, ৩/৬২, হাদীস নং-৩৮৭১)**

একটা রোযা না রাখার ক্ষতি

রমযান শরীফের একটি রোযা যে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিবে, তবে জীবনভরও যদি রোযা রাখা হয় তবুও ঐ ছেড়ে দেয়া একটি রোযার ফযীলতকেও পাবে না,

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়তের অনুমতি ও রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ভেঙ্গেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তবে সমগ্র মহাকাল যাবৎ রোযা রাখলেও এর 'কাযা' আদায় হবে না। যদিও পরবর্তীতে রেখেও নেয়।" **(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৩৪)**

অর্থাৎ ঐ ফযীলত, যা রমযানুল মোবারকে রোযা রাখার বিনিময়ে নির্ধারিত ছিলো, এখন তা কোনভাবেই পেতে পারে না। আমাদের কখনোই অলসতার শিকার হয়ে রমযানের রোযার মতো মহান নেয়ামত ছেড়ে দেয়া উচিত নয় এবং এই মোবারক মাসের হকসমূহ ভালভাবে আদায় করা উচিৎ, এমন যেনো না হয় যে, রমযানের হক সমূহে অলসতা করার কারণে আমরা মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। মনে রাখবেন! যে এই মাসেও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো, সে অনেক বড় ক্ষতিতে রয়েছে।

নাক মাটিতে মিশে যাক!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যার নিকট আমার নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়েনি এবং ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে রমযানের মাস পেয়েছে, অতঃপর তার মাগফিরাত হওয়ার পূর্বে তা অতিবাহিত হয়ে গেছে আর ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোয় মলিন হোক, যার নিকট তার পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছেছে এবং তার পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি। (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতার খেদমত করে জান্নাত অর্জন করতে পারেনি।)

(মুসনাদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৫৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, এই মোবারক মাসের বরকত এবং রহমত কুঁড়াতে এবং রব্বে গাফ্ফারের দরবার থেকে প্রতিদান অর্জনের জন্য রমযান মাসে অধিকহারে ইবাদত করা এবং নেকী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং এই মুহূর্তগুলোকে মূল্যবান মনে করা এবং রমযান মাসের পবিত্র মুহূর্তগুলোকে অহেতুক ও অশ্লিল কথাবার্তার মাধ্যমে নষ্ট করার পরিবর্তে কোরআনের তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ এবং অন্যান্য নেক কাজে অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

ইতিকাফের বাহার (সাওয়াব) অর্জন করুন

আসুন! রমযানুল মোবারকের সম্মানের প্রতি অন্তরে প্রেরণা বৃদ্ধি করতে, এর বরকত অধিকহারে লাভ করতে, নেকীর ভান্ডার অর্জন করতে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে

অনুষ্ঠিত হওয়া পুরো রমযান বা শেষ দশদিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করুন, ইতিকাফেরও অসংখ্য ফযীলত রয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اعۡتَکَفَ اِیۡمَانًا وَّاِحۡتِسَابًا غُفِرَلَہٗ مَاتَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡبِہٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করে তার পুর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(জামেউস সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৪৮০)

সারা মাস ইতিকাফ

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব সময় সচেষ্ট ও তৎপর থাকতেন। বিশেষ করে রমযান শরীফে বেশী পরিমাণে ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেহেতু রমাযান মাসেই শবে কদরকে গোপন রাখা হয়েছে, সেহেতু এ মোবারক রাতকে অন্বেষণ করার জন্য **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার পুরো বরকতময় মাসই ইতিকাফ করেছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: একদা **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **১ম** রমযান থেকে ২০ রমযান পর্যন্ত ইতিকাফ করার পর ইরশাদ করলেন: আমি শবে কদরকে অন্বেষণ করতে গিয়ে রমযানের প্রথম দশদিনের ইতিকাফ করলাম, অতঃপর মধ্যবর্তী দশদিনের ইতিকাফ করেছি, অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে, শবে কদর শেষ দশ দিনে রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চাও করে নাও।

(মুসলিম, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও প্রতিবছর না হলেও অন্তত জীবনে একবার সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ রমযানুল মোবারক মাস ইতিকাফ করে নেয়া উচিত।

এমনিতে তো মসজিদে পড়ে থাকা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং ইতিকাফের তো কথাই নেই যে, **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য নিজেকে সকল ব্যস্ততা থেকে অবসর করে মসজিদে অবস্থান করে থাকে। **ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে** বর্ণিত রয়েছে: "ইতিকাফের উপকারিতা একেবারে স্পষ্ট, কেননা এতে

বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিপূর্ণরূপে নিজেকে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতে লিপ্ত করে দেয় এবং দুনিয়ার ঐসব কাজকর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়, যা **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যের পথে প্রতিবন্ধক আর ইতিকাফকারীর সম্পূর্ণ সময়টুকু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নামাযেই অতিবাহিত হয়। (কেননা নামাযের জন্য অপেক্ষা করাতেও নামাযের মতো সাওয়াব রয়েছে) এবং ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ও ইতিকাফকারীরা ঐসকল (ফিরিশতার) সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, যারা **আল্লাহ তায়ালা**র নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা-ই তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়, তাই পালন করে আর তাদের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, যারা রাতদিন **আল্লাহ তায়ালা**র তাসবীহ (পবিত্রতা) পাঠ করতে থাকে এবং এতে বিরক্ত হয় না। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা আতা' খুরাসানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "ইতিকাফকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এসে গেলো এবং এরূপ বলছে "**হে দয়াময় প্রতিপালক**! যতক্ষণ তুমি আমাকে মাগফিরাত করে দিবে না, আমি এখান থেকে নড়বো না।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৭০)**

হাম সে ফকির ভি আব ফে'রে কো উঠতে হোঙ্গে
আব তু গণি কে দর পর বিসতর জমা দেয়ে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ফয়যানে রমযান" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকে পবিত্র মুহূর্তগুলোকে অহেতুকতা ও অশ্লিলতায় নষ্ট করার পরিবর্তে, একে অতি মূল্যবান মনে করুন, তাসের আড্ডা এবং সিনেমা নাটক ও বিভিন্ন গুনাহে সময় অতিবাহিত করার পরিবর্তে কোরআনে তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন এবং এই মাসের সাথে সম্পর্কিত শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জগদ্বীখ্যাত কিতাব "**ফয়যানে রমযান**" কিতাবটি অধ্যয়ন করা অতিশয় উপকারী, কেননা এই কিতাবে রমযানুল মোবারকের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা যেমন; নামায, রোযা, তারাবিহ, ইতিকাফ এবং ঈদুল ফিতর সম্পর্কিত অশেষ জ্ঞানের পাশাপাশি অসংখ্য মাদানী ফুলও তাদের সুগন্ধি ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আপনারাও এই কিতাবটি অধ্যয়ন করার নিয়্যত করে নিন। বাংলা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই কিতাবটি অনুবাদ করা হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

আপনারাও এই কিতাবটি পাঠ করুন তাছাড়া এর থেকে দরস দেয়ার ও শুনার নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরে সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

ইতিকাফের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ইতিকাফের সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী পর্যবেক্ষন করুন। (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ইতিকাফ করলো, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জা'মেউস সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৪৮০) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি রমযানুল মোবারকে দশদিনের ইতিকাফ করলো, সে যেনো দু'টি হজ্ব ও দু'টি ওমরা করলো।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৬৬) ☆ রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের ইতিকাফ 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়াহ', যদি সবাই বর্জন করে তবে সবাইকে জবাবদীহিতা করতে হবে এবং শহরের মধ্যে একজন করে নিলে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। (ফয়যানে রমযান, ২৭০ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

ইতিকাফ সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

ইতিকাফের সুন্নাত ও আদব

✯ নফল ইতিকাফের জন্য রোযাও শর্ত নয় আর না কোন নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। (ফয়যানে রমযান, ২৭১ পৃষ্ঠা) ✯ রমযানুল মোবারকে ইতিকাফ করার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য শবে কদরকে অন্বেষণ করা। (ফয়যানে রমযান, ২৬৬ পৃষ্ঠা) ✯ সর্বোত্তম হচ্ছে, মসজিদে হারাম শরীফে ইতিকাফ করা অতঃপর মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তারপর মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস) অতঃপর তাতে, যেখানে বড় জামাআত হয়। (ফয়যানে রমযান, ২৭৬ পৃষ্ঠা) ✯ ইতিকাফের কারণে যেসকল নেকী করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো, যেমন; কবর যিয়ারত, মুসলমানের সাথে সাক্ষাত, রোগীর সেবা, জানাযার নামাযে অংশগ্রহন ইত্যাদি সে সবকিছুর নেকীর সাওয়াব ঠিক তেমনি পাবে, যেরূপ এই কাজগুলো সম্পাদনকারী সাওয়াব পায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২১৭) ✯ ইসলামী বোনেরা মসজিদে বাইতে **ইতিকাফ** করবে। মসজিদে বাইত ঐ স্থানকে বলে, যেখানে মহিলারা নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়। (ফয়যানে রমযান, ৩৩৩ পৃষ্ঠা) ✯ **ইতিকাফ** অবস্থায় দু'টি কারণে মসজিদের সীমানার বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। (১) শরয়ী প্রয়োজন (২) প্রাকৃতিক প্রয়োজন। শরয়ী প্রয়োজন যেমন; জুমার নামায আদায়ের জন্য যাওয়া। (ফয়যানে রমযান, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)